কৃষি সুপারিশ

৬-৮ই জুন ,২০২২ (২২-২৪ শে জৈষ্ঠ,১৪২৯)

তিল- গাছের মাঝামাঝি অংশের ফল ভেঙে দানা শক্ত হল কিনা দেখে ফসল কাটতে হবে।ফসল কেটে কয়েকদিন জাঁক দিয়ে রাখা প্রয়োজন। **চীনাবাদাম-**মাটির তলা থেকে বাদাম তুলে যদি দেখা যায় খোসার ভিতরের দিকে কালো ছোপ দেখা যাচ্ছে এবং দানা শক্ত হয়েছে ও দানার উপরকার খোসায় লালচে রং ধরেছে, তবে বুঝতে হবে যে বাদাম তোলার উপযুক্ত সময় এসেছে। এ সময়ে পাতা হলুদ হয়ে ঝড়ে যায়। **চৈতি মুগ -** সধারণত একাধিকবার পাকা শুঁটি তোলর প্রয়োজন হয়। ৬০-৬৫দিনের মধ্যে প্রথমবার ও তার ১০-১৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার শুঁটি তোলার প্রয়োজন হয়। সোনালি, পান্না, বাসন্তী, সম্রাট প্রভৃতি জাতগুলি ৭০-৮০ শতাংশ শুঁটি একসঙ্গে পেকে যাওয়ায় গাছশুদ্ধ তুলে নেওয়া হয়।

পাট ক) পাটের ঘোড়া বা তিড়িং পোকা- সবুজ রঙের কীড়া চলার সময় পিঠের কিছুটা অংশ উঁচু করে চলে ও তার কচি পাতা খায়।

খ) পাটের বিছা পোকা-হলদে রঙের শুঁয়োযুক্ত কীড়া ছোটো অবস্থায় একসঙ্গে থাকে ও পাতার সবুজ অংশ খেয়ে জালের মতো করে দেয়।

গ) পাটের মাকড়- লাল মাকড়ের আক্রমনে নীচের দিকের পুরানো পাতায় হলদে ছিট ছিট দাগ দেখা যায় তবে পাতা কোঁকড়ায় না। তিতা পাটে বেশী আক্রমন হয়। হলদে মাকড় পাতার নীচের দিকে রস চুষে খায় ও পাতা কুঁকড়ে তামাটে হয়ে যায়।প্রথমে নিম ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করুন ও পরে প্রয়োজনে ঔষধ যেমন, কার্বসালফান-২৫% বা কুইনালফস-২৫-ইসি ২মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

মাকড় দমনে প্রইবোফল ৮. ৫% বা ফেনাজাকুইন ২মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

পাটের **রোগের** মধ্যে কান্ড বা ডাঁটা পচা রোগে এই সময় পাতায় অসংখ্য ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা যায় যা পরে বড় হয়ে বাদামী পচা অংশের সৃষ্টি করে। প্রতিকারে ম্যানকোজেব ৭৫% ২.৫ গ্রাম অথবা কার্বেন্ডাজিম ৫০% ১ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

চৈতি কলাই -চাষের উপযুক্ত জাতগুলি হল- বসন্ত বাহার (পি.ডি.ইউ-১), গৌতম(ডব্লুবিইউ-১০৫), কালিন্দী(বি-৭৬)। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) ৩ -৪ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা সারিতে বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে, মুগের মত বীজ শোধন ও রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে। একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফরাস ও ১৬ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে। কলাই চাষে কোন চাপান সার লাগে না।

অড়হর- হালকা ও মাঝারি মাটিতে ভাল হয়, তবে সব ধরণের মাটিতে চাষ করা যায়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ বুনতে হবে। একরে ১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। স্বল্প মেয়াদী জাতে সারি ও গাছের দূরত্ব থাকে ১ ফুট, মধ্য মেয়াদী জাতে ২ ফুট ও ১ ফুট ।প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে থাইরাম ৭৫% ২ গ্রাম বা ম্যানকোজেব ৭৫% ৩ গ্রাম বা ক্যাপটান ৭৫% ২ গ্রাম মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে ।বীজ বোনার কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজশোধন করে বোনার আগে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে ।

আউস ধান-আউস ধানের বীজ বুনুন ও রোপনের জন্য বীজতলায় বীজ ফেলুন। বপনের উপযুক্ত জাত: হীরা, প্রসন্ন,অন্নদা,তুলসী, বিকাশ, বন্দনা, কলিঙ্গ-৩। বীজের হার ৮০-৯০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৬৫-৭০ কেজি প্রতি হেক্টরে।বীজবোনার আগে প্রতি কেজি বীজের সাথে থাইরাম-৭৫% বা কার্বেন্ডাজিম-৫০% গুড়ো ঔষধ ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিন।মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি জৈবসার ৫ টন এবং ১৫ কেজি নাইট্রোজেন ও ৩০ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করুন।

সবুজ সার আমন ধান চাষে জৈবসার যোগানের জন্য সবুজসার হিসাবে ধনচে বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। এজন্য আমন ধান রোপনের দেড় থেকে দুই মাস আগে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্য বৃষ্টির জলের সুযোগ নিয়ে ২টি চাষ দিয়ে বিঘাপ্রতি ৪ কেজি ধনচে বীজ বুনতে পারেন। বীজ বোনার আগে বিঘাপ্রতি ২০-২২ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

আমন ধান-উন্নত জলদি জাত- পি.এন.আর ৩৮১, পি.এনআর ৫১৯, ক্ষেতু পুষ্প,আই আর-৬৪ ডি.আর.টি-১, অজিত, কিরণধান-১১, রাজেন্দ্র ভগবতী, নরেন্দ্রধান-৯৭, লাল মিনিকিট, নয়নমনি ইত্যাদি। বৃষ্টিনির্ভর নীচু জমির জন্য মধ্য মেয়াদী জাত (১ ফুট জল) লাল স্বর্ণ, সাবিত্রী, সি.আর- ১০০২, সি.আর- ১০১৪ শশী, বীরেন, রাণী ধান, স্বর্ণসাব-১, এমটিইউ-১০৭৫ ইত্যাদি।

বীজতলা তৈরী- ০.১ একর বা ১০ শতক বীজতলার জন্য মূলসার হিসেবে গোবর বা কম্পোষ্ট ১ টন, নাইট্রোজেন ২কেজি, ফসফেট-২কেজি ও পটাশ ২ কেজি লাগবে। কাদানো বীজতলায় দানাদার কীটনাশক হিসেবে ১০ শতক বীজতলায় ২কেজি কার্বফুরান ৩জি বা ৬০০ গ্রাম ফোরেট ১০ জি বা ১৫ কেজি কারটাপ ৪জি চারা তোলার ৭ দিন আগে প্রয়োগ করে ২ ইঞ্চি জল ধরে রাখতে হবে।

কৃষি সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য),
পশ্চিমবঙ্গ